ভর্তি সমস্যা ও এলাকা-ভিত্তিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

ময়ন রহমান

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের উদ্বেগের অন্ত নেই। শিশু শ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির জন্য একগলা উৎকণ্ঠা নিয়ে অভিভাবককে প্রতীক্ষা করতে হয়। যে শিশু মুখে বুলি ফোটেনি ভালো করে, তাকেও ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভের জন্য মেধার পরীক্ষা দিতে হয়। যে ক্লাসের সেরা ছাত্র তাকেও অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বদলীজনিত বা অন্য কারণে ভর্তি পরীক্ষার চৌকাঠ পার হতে হয়। কিন্তু সর্বত্র এ সুযোগও মেলে না। স্কুল-কলেজের মান আছে—মানের মাত্রা আছে। কুলীন নামে খ্যাত [illegible] স্কুল-কলেজগুলোতে ভর্তির দরজা হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়—অবশ্য সঙ্গত কারণেই।

আমাদের সমাজব্যবস্থাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিও সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ছেলেমেয়েকে ভর্তি করাবার জন্য 'ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের' খোঁজ করাটা স্বাভাবিক। আমাদের ধারণায় ভালো প্রতিষ্ঠানের কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে বের হলে একটা আলাদা মর্যাদা মেলে।

ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির প্রতি আমাদের দুর্বলতার জন্যও আমরা হন্যে হয়ে ঘুরি। এক এলাকার শিক্ষার্থীকে দূর-দূরান্তরে অন্য এলাকায় ভর্তি [illegible] চেষ্টা করি। [illegible] বাড়ির কাছাকাছি [illegible] অখ্যাত, অল্পখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আমরা আমল দিই না। [illegible] ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলে[illegible] ভর্তি করিয়ে একগাদা খরচ [illegible] ইত্যাদি) বহন করতেও [illegible] পিছপা নই। ভালো বলে কথিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আশা হতে গেনা।

এ জন্যই ভর্তির সময় দেখা যায় যেসব প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশটা সিটের জন্য হাজারের উপর দরখাস্ত—(বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সময়)।

অন্যত্র অবশ্য একেবারে ভিন্ন ছবি। ভর্তি পরীক্ষা নেই—দরখাস্ত আহবান নেই—বাছাবাছি নেই। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক সময় শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অধিক। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে মাসের পর মাস শিক্ষকের বেতন মেলে না। শ্রেণীকক্ষে দু'চার অথবা দশ-বারো জন শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী ও বিরক্তিকর মনোভাব নিয়ে শিক্ষক পাঠ দেন। কখনও বা একজন দু'জন ছাত্রের উপস্থিতি ঘটলে ক্লাসই নেওয়া হয় না। এসব কলেজের নাম করে কেউ কেউ এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এই অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের নিয়েই ধান্ধায় ঘোরে—মেয়েরা যাতায়াত হতভাগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সারা বছর টিমটিমে বাতি জ্বালিয়ে রাখে। এই সব নাম-না-করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা নিজেদের বিদ্যাদান শক্তি বা সামর্থদান কিছু করার সুযোগ পান না। জংধরা জিনিসগুলো তারা প্রাণপণে ঘষে ঘষে উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করেন। নিম্নতম মেধার শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের কারবার। কাজেই পরীক্ষার ফলাফল যখন বের হয়—তখন তাঁরা অর্থাৎ শিক্ষকরা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও ভালো শিক্ষক হয়েও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাইকারী হারে অকৃতকার্যতার দরুন ধিকৃত হন। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতার অপমান শিক্ষকদের ঘাড়ে এসে পড়ে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার আগে অর্থাৎ ফরম পূরণের সময় হঠাৎ করে কিছুসংখ্যক ছাত্র বেড়ে যায়। এরা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী। এদের সম্বল করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকার চেষ্টা করে। তবে বাস্তবে টিকতে পারে—এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নগণ্য। দিনের পর দিন মাসের পর মাস—বছরের পর বছর এমনি অবস্থা চলছে। আমাদের প্রথম সারির শিক্ষার্থীরা ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার [illegible] হয়ে ঘোরে। মধ্যম সারির এবং শেষ সারির শিক্ষার্থী[illegible] বেঁধে অখ্যাত বা অল্প[illegible] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসে ঠাঁই [illegible]। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। [illegible] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নাম অন্তর্ভুক্তির পর অনেকেরই খোঁজ খবর থাকে না। ছেলেরা নানা খরচের জন্য নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হতে পারে না—অথবা

কিন্তু একথা কেউ ভেবে দেখেন না যে নাম-না-করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নামী করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার কেন সুযোগ দেয়া হয় না। কারণ, প্রথমতঃ—ভালো ছাত্রছাত্রীরা লাইন বেঁধে ভালো স্কুল-কলেজে চলে যায়। তাদের আরো ভালো হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তৃতীয় মানের ছাত্রছাত্রীরা যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে সেখানে তাদের কাছ থেকে কতখানি ভালো আশা করা যায়? এদের পাঠদান আর ভূতের বেগার খাটা—সমান কথা। অল্পখ্যাত ও নামডাকহীন প্রতিষ্ঠানের ভালো শিক্ষকরা সারা জীবনই ভূতের বেগার খাটছেন।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে, আমাদের মতে, ভর্তি সমস্যার সমাধান ও প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম সৃষ্টি করার জন্য কতকগুলো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। যেমন: এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজগুলোর [illegible] বৃদ্ধি। এজন্য স্কুল-কলেজগুলোকে এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা। এবং সেই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিজ এলাকার প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার জন্য অনুপ্রাণিত করা, প্রয়োজনে বিধি-ব্যবস্থাও নেয়া। আমরা কোন কাজই বাধা-বাধকতা ছাড়া সহজে যে করতে চাইনে তাই এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। নিজ নিজ এলাকার স্কুল-কলেজে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হলে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই একেবারে নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী দিয়ে পূর্ণ হবে না। সেখানে ভালো-মন্দ মিশ্রিত থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানের 'ছাত্র শূন্য' অবস্থার অবসান হবে—অভিভাবকের আর্থিক অসুবিধা ও মানসিক উদ্বেগ হ্রাস পাবে—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান ধীরে ধীরে উন্নত হবে। কোন প্রতিষ্ঠানই যদি কেবলমাত্র প্রথম সারির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে না চলে তাহলে পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় একচেটিয়াভাবে কেউ আসন দখল করে বসতে পারবে না। তখন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাসের হার কত বেশী তা যাচাই করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। যাঁরা মেধাবী ছাত্রছাত্রী নিয়ে ভালো ফলাফল দেখিয়েছেন কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন—তাদের কৃতিত্ব [illegible] কতখানি তাও যাচাই [illegible] ছাত্রছাত্রীদে[illegible] প্রতিষ্ঠানকে [illegible] বদনাম মাথায় নি[illegible] ব্যবস্থায় অভিভাবকরা [illegible] স্থানের যাতায়াত খরচের ধাক্কা

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

(৬-এর কঃ পর)

থেকেও বেঁচে যাবেন। পথেঘাটের দুর্ঘটনা ইত্যাদি উদ্বেগ থেকে কিছুটা মুক্ত হবেন—উপরন্তু ভর্তির সময় এক গলা উৎকণ্ঠা নিয়ে তাদের থাকতে হবে না।

এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি নিশ্চিত হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক যে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে তাও প্রশমিত হবে বলে আমাদের ধারণা। কারণ তখন শিক্ষার্থীদের তরফ থেকেই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মান-উন্নয়নের চাপ সৃষ্টি হবে। যেমন উন্নতমানের লাইব্রেরী গবেষণাগার, খেলাধুলার ব্যবস্থা, শৃংখলা রক্ষা, ইত্যাদি। তেমনি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেরও একটা সুরাহা হতে পারে। তখন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অগুনতি শিক্ষার্থী নিয়ে হিমসিম খাবে না—অথবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শূন্য টেবিল-চেয়ার [illegible]করণ অবস্থার দৃশ্য তুলে ধরবে না। একটা সমতা রক্ষা করা যাবে সব। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

তবে, এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হতে হবে। এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ চিন্তাবিদদের মতামত নিয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থার প্রতি নজর দিতে হবে। আজকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বহুমুখী সমস্যা রয়েছে তার সমাধানে এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজগুলোর অবদান দিতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।